অন্য সময়

এই সময়

খেলার সময়

১১ চৈত্র ১৪১৯ সোমবার ২৫ মার্চ ২০১৩ শহর সংস্করণ ৪ টাকা কলকাতা এই শহর ৪ পাতা

সাত তলা থেকে পড়ে গিয়েও প্রাণ বাঁচল যুবার

এই সময়: একেই বলে পুনর্জন্ম!

সাত তলা থেকে পড়েও আশ্চর্যজনক ভাবে প্রাণে বাঁচলেন এক যুবক। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালের পরিচর্যায় তিনি এখন প্রায় সুস্থও, দিন গুনছেন বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়।

হাসপাতালের সিইও এসবি পুরকায়স্থ জানালেন, 'এ ধরনের দুর্ঘটনায় মানুষ এতটাই আশঙ্কাজনক ভাবে আহত হয় যে, তাঁদের বাঁচার আশা প্রায় থাকেই না। কিন্তু, ওই যুবকের ক্ষেত্রে তা হয়নি। আশা করছি, সামনের সপ্তাহের মধ্যেই ওঁকে ছুটি দিয়ে দিতে পারব। আশা করছি মাস দুয়েকের মধ্যেই ও একটু করে হাঁটাচলা শুরু করতে পারবে।' বছর পঁচিশের ওই যুবক পেশায় রাজমিস্ত্রি। বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা থানা এলাকায়। পেটের টানে যোগ দিয়েছিলেন শহরের এক বহুতল নির্মাণে। বহুজাতিক নির্মাণকারী সংস্থার অধীনস্থ ছোট ঠিকাদারি সংস্থার হয়েই কাজ করতেন শঙ্কর দাস (নাম পরিবর্তিত)। পরিবারে সচ্ছলতা আসায় শহরের ইট-কাঠের জঙ্গলে বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল গ্রামের ছেলেটার।

বড়লোকদের স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে নিজের জীবনে এত বড় একটা ধাক্কা খেতে হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি ওই যুবক। দিনটা ২৮ ফেব্রুয়ারি। সাততলায় একটা প্লাইউডের উপর দাঁড়িয়ে রোজকার মতো নিজের কাজ সারছিলেন। 'হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীটা দুলে উঠল। বুঝলাম প্লাইটা ভেঙে গিয়েছে। আমি আস্তে আস্তে নীচে পড়ে যাচ্ছি,' বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালের বেডে শুয়ে বলছিলেন শঙ্কর।

সাততলা থেকে সোজা নীচে পড়েছিলেন। সহকর্মীরা ভেবেছিলেন, হয়তো বেঁচে নেই। কিন্তু, চোখ মেলতে দেখে বুকে বল পান তাঁরা। সময় নষ্ট না করে তাঁরা শঙ্করকে নিয়ে যান নিয়ে যান কাছের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখান থেকে বিকেলের মধ্যেই বেসরকারি হাসপাতালে। শঙ্করের জন্য তৈরি করা মেডিক্যাল টিমের তিন সদস্যের মধ্যে অন্যতম, অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ মলয় মণ্ডলের কথায়, 'বরাত ভালো ছেলেটার। এত উপর থেকে পড়ে সচরাচর কোনও রোগী বাঁচেই না। ঠিক করে নিই, সময় নষ্ট করলে চলবে না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেওয়া দরকার ছিল। শরীরের নীচের অংশে চোট ছিল প্রবল। গোড়ালির হাড় ১০ টুকরো। ভেঙে গিয়েছিল কোমড়ের হাড়। শিড়দাঁড়ার হাড় ভেঙে চাপ দিচ্ছিল স্পাইনাল কর্ডের উপর। মলয়বাবুর কথায়, 'সবথেকে চিন্তার বিষয় ছিল স্পাইনাল কর্ডের চোটটা। কেননা, বেশি সময় ধরে হাড়টা ওই অবস্থায় থাকলে শঙ্করকে পঙ্গুত্ব থেকে বাঁচানো যেত না।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাজে লেগেছে ডাক্তারদের প্রয়াস। তাঁদের হাতযশেই শঙ্কর এখন ঘরে ফেরার অপেক্ষায়।

CONGRATULATIONS

DR. MALAY MONDAL
AND HIS TEAM

RUBY GENERAL HOSPITAL

RGH

web link : www.epaper.eisamay.com